২য় কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
৮১ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরগনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২য় কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	**জনাব আনিসুল হক** **মাননীয় মেয়র** ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	২৭/০৩/১৪২২ বঙ্গাব্দ ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ
সময়	ঃ	বেলা ২ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার সভাপতি ও মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ও বিভাগীয় প্রধানদের কর্পোরেশনের ২য় সভায় স্বাগত জানান এবং সভা পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব বি এম এনামুল হক এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

২। **আলোচ্যসূচী (ক) ঃ বিগত ১৪/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখের সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত ১৪/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ১ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী (খ) ঃ স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫০ ধারায় ১৪ টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে আলোকে ১৪টি কমিটির খসড়া প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হয়। স্থায়ী কমিটি গঠনের রুপ রেখা হচ্ছে একজন কাউন্সিলর একটি কমিটির সভাপতি হতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ ২টি কমিটির সদস্য হতে পারবেন। স্থায়ী কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ বছর ৬ মাস। আলোচনায় অংশ নিয়ে কাউন্সিলরগন কিছু অবজারভেশন রেখে কমিটি গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ জানান। তবে বাজেট অনুমোদনের স্বার্থে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

উল্লিখিত অর্থ ও সংস্থাপন কমিটিতে অঞ্চল-৪ এর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত না থাকায় জনাব হুমায়ুন রশিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ কে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং উহা অনুমোদন করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) নিম্নেবর্ণিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিঃ		সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১। জনাব মোঃ মফিজুর রহমান কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯	- সভাপতি	সাজেদা সুলতানা সীমা সহকারী সচিব সংস্থাপন শাখা-২
২। জনাব মোঃ জিন্নাত আলী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭	- সদস্য	
৩। জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৭	- সদস্য	
৪। জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম রতন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯	- সদস্য	
৫। জনাব মোঃ ওসমান গণি কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১	- সদস্য	
৬। জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪	- সদস্য	
৭। রাশিদা আক্তার ঝর্না কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৪ (ওয়ার্ড নং-৬, ৭, ৮)	- সদস্য	
৮। নাজমুন নাহার হেলেন কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৯ (ওয়ার্ড নং-২৪, ২৫, ৩৫)	- সদস্য	

কমিটির কার্য-পরিধিঃ

(ক) এ কমিটি কর্পোরেশনের বাজেট পরীক্ষা/নিরীক্ষা, বার্ষিক বাজেট, রিভাইজড্ বাজেট, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তৈরীতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(খ) এ কমিটি সকল ধরনের অপ্রয়োজনীয় খরচাদি সংশোধনের বিষয়াদি দেখাশুনা করবে।

(গ) এ কমিটি বাজেটের যাবতীয় উৎস সৃষ্টি করবে এবং অপরিহার্য ও আকস্মিক খরচাদি সম্পর্কিত বিষয়াদির সঠিক সমন্বয়ে সুপারিশ করবে।

(ঘ) এ কমিটি কর্পোরেশনের আর্থিক উন্নয়নের জন্য যাবতীয় উৎস পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ করবে।

(ঙ) এ কমিটি কর্পোরেশনের যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের উৎস সমূহ পরীক্ষা করে সন্তোষজনক রাজস্ব আদায়ের সুপারিশ করবে।

(চ) এ কমিটি যে কোন সময়ে যে কোন রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োজিত বিভাগ/শাখা পরিদর্শন করতে পারবে।

(ছ) এ কমিটি কর্পোরেশনের যে কোন প্রকারের ট্যাক্স, রেটস্, ফিস, ভাড়া কমানো কিংবা বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবে। অর্থাৎ করপোরেশনের যাবতীয় আয়ের উৎস পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

(জ) এ কমিটি কর্পোরেশনের নূতন পদ সৃষ্টি, কোন পদ বাতিল, কোন পদ আপ-গ্রেড করা, যাবতীয় মজুরী নির্ধারণ, আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি, ভাতা,যাতায়াত ভাতা, ফি, অগ্রিম প্রদানের সুপারিশ এবং সরকারী বিধি বিধান অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন স্কেল পরিবর্তন/সংশোধন ইত্যাদি যাবতীয় সুপারিশ করবে।

(ঝ) এ কমিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করবে।

(ঞ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

আলোচ্যসূচী (গ) ঃ কর পর্যালোচনা পরিষদ (ARB) গঠন।

আলোচ্যসূচী (ঘ) ঃ কবর সংরক্ষণ নীতিমালা সংশোধন ঃ- বিদ্যমান কবর সংরক্ষণ নীতিমালায় অগ্রিম কবর সংরক্ষনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় কবর অগ্রিম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বিশেষ ক্ষেত্রে জায়গার প্রাপ্যতা বিবেচনায় মেয়র কবর সংরক্ষণের অনুমতি দিতে পারবেন এমন প্রস্তাব পেশ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী (ঙ) ঃ এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের উপর আলোচনা ঃ-

সভাপতি উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ'কে স্বাগত জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, তিনি বিগত ১ মাস ২৮ দিন সময়কালে ডিএনসিসি'র আওতাধীন ৩৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩১টি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় সংসদ সদস্য, কাউন্সিলর, বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্য জায়গা প্রয়োজন। তিনি কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'কে স্থান নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করে প্রস্তাব পেশ করেছেন। কতিপয় এলাকা থেকে এখনও প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সম্মতি গ্রহণের পর সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে নাখাল পাড়ার দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় পানির সঙ্কট নিরসনের জন্য সে এলাকায় ৭ (সাত) বার পরিদর্শন করেছেন। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই পানি সঙ্কটের সমাধান হবে। সভাপতি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, তেজগাঁও এলাকায় সড়কে ট্রাক দাঁড়ানো বন্ধ করার জন্য তিনি ট্রাক মালিক সমিতির সাথে আলোচনা করেছেন। ট্রাক মালিক সমিতি রাস্তার এক পাশ খালি করে দিয়েছেন এবং অপর পাশ খুব শীঘ্রই খালি করে দিবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ উদ্যোগে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।

সভাপতি বলেন যে, গাবতলী-আমিন বাজার এলাকার সড়কে বাস যাতে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে বাস মালিক সমিতির সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। ধলপুরে প্রকৌশল বিভাগের যান্ত্রিক সার্কেল পরিদর্শনকালে দেখতে পান ৩টি গাড়ী প্রায় সাড়ে ৩ বছর পূর্বে আনা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। এতদ্ব্যতীত ধলপুর যান্ত্রিক কার্যালয়ের ওয়ার্কশপের সার্বিক কর্মকান্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাৎক্ষনিক তিনি ২ জন প্রকৌশলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।

সভাপতি ও মাননীয় মেয়র জানান বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। গুলশান নগর ভবন অফিস থেকে অফিসের মনিটরিং Strong করা হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি অনেক ভালো। তিনি আরও বলেন যে, তিনি প্রতিটি বিভাগের সাথে আলাদা আলাদাভাবে বসেছেন। রাজস্ব বিভাগ গত বছরের তুলনায় ৭০-৮০ কোটি টাকা বেশি আয় করেছে। তবে আগামী বছর ১৫০-২০০ কোটি টাকার বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পরিবহন বিভাগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। এখন থেকে বর্জ্যবাহী ট্রাকসহ কর্পোরেশনের গাড়ীর নিচে VTS লাগিয়ে দেয়া হবে। প্রতি কিলোমিটার জ্বালানীর পরিমাণ নির্ধারনের জন্য বিশেষজ্ঞের সহায়তায় তা নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরো বলেন কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণসহ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ইউনাইটেড গুলশান সেন্টার পয়েন্ট ভবনে একটি মডার্ন অফিস স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ডিএনসিসির আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য সরকারী অর্থে ২৫ কোটি টাকার নীচে প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি কেন্দ্রীয় কসাইখানা ও টার্মিনালের জন্য জায়গার কথা উল্লেখ করেন।

আলোচ্যসূচী "চ" ঃ বিবিধ- উন্মুক্ত আলোচনা ঃ-

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ ঃ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা মেয়র মহোদয়ের হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। বর্তমানে আমাদের অনেক কিছুই নেই তবে আমরা সবসময়ই মেয়র মহোদয়ের সাথে আছি, থাকবো এবং সহযোগিতা করবো। তিনি সবাই'কে আগাম ঈদ মোবারক জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব দেওয়ান আব্দুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ ঃ কাউন্সিলরদের কার্যালয় এখনও ভালভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন যে, ৮০০০/- (আট হাজার) টাকায় কোন অফিস ভাড়া পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সনদ দেওয়ার জন্য সব কাউন্সিলরদের অফিসে একই রকম গাইড লাইন থাকা দরকার। প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিকদের নিয়ে একটি সভা করা প্রয়োজন। গাড়ীর অভাবে বর্জ্য পরিস্কার হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী কেনা দরকার। স্যুয়ারেজ লাইন পরিস্কার না থাকাতে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে।

কাউছার জাহান, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১১ (ওয়ার্ড নং-২৯, ৩০ ও ৩২) তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আমেনা বেগম, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৮ (ওয়ার্ড নং-২২, ২৩ ও ৩৬) ঃ তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ ঃ উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানা সরকারের খাতে জমা হচ্ছে। জরিমানার এ অর্থ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের খাতে জমা করা প্রয়োজন। প্রতি মাসে মোড়ে মোড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা উচিত। রাস্তার উপরের দোকান থেকে মাস্তানরা টাকা নেয়। নিয়ম করে সেই অর্থ সিটি কর্পোরেশন নিতে পারে।

আলেয়া সারোয়ার ডেইজি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১২ ঃ ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করার পর পরই আবারও অবৈধ দোকান বসানো হয়।

সভাপতি বলেন যে, সকলে শক্ত থাকলে এ বিষয়ে কোন সমস্যা হবে না। জলাবদ্ধতার বিষয়ে মেয়র ডিএনসিসি'র প্রকৌশলীদের'কে ওয়াসা ও রাজউকের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে জলাবদ্ধতা নিরসনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সকল ওয়ার্ডের সড়ক সমূহ নিয়ে ডাটাবেজ তৈরি করার পরামর্শ প্রদান করেন। ফুটপাত দখল মুক্ত করতে প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা দরকার। অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি কবরস্থানের তথ্য সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আপডেট রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে করে জনসাধারণ প্রয়োজনে কবরস্থানে না গিয়েই তথ্য জানতে পারে।

জনাব মোঃ রজ্জব হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৬ ঃ বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবহন সহযোগিতা পান না বলে অভিযোগ করেন। উত্তরে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জনাব বিপন কুমার সাহা বলেন যে, তিনি প্রতিদিন ৩টি করে অতিরিক্ত ট্রাক সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

রাজিয়া সুলতানা ইতি, সম্মানিত কাউন্সিলর,সংরক্ষিত আসন নং-৫ (ওয়ার্ড -৯,১০,১১) ঃ তাকে জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটিতে রাখা হয়েছে। তিনি অপর একটি কমিটিতে মশক নিধন ও নিয়ন্ত্রনে কাজ করতে আগ্রহী।

জনাব শেখ মজিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫ ঃ তিনি ৩ বারের কমিশনার এবং মুক্তিযোদ্ধা তাকে একটি সম্মানজনক কমিটিতে রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭ ঃ তিনি একটি স্থায়ী কমিটিতে কাজ করতে ইচ্ছুক।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৮ ঃ অভিযোগ করার ১০ দিন পরও কাজ হয় না। যেখানে ফুটপাথ দখল মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে ফুল গাছ লাগিয়ে দিলে ভালো হবে।

আমেনা খাতুন, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-২, (ওয়ার্ড নং-৪, ১৫ ও ১৬) ঃ ১৫ নং ওয়ার্ডে রাস্তা খুব খারাপ, প্রায় অর্ধেক রাস্তা দখল হয়ে গেছে। জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

মো. হুমায়ুন রশীদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৪ ঃ হলিডে এবং নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মার্কেট করা যেতে পারে। আগারগাঁও এলাকা দিয়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু করা যেতে পারে। টিকিটের মাধ্যমে পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিউনিটি পুলিশ বৃদ্ধি করে যানজট নিরসনে কাজে লাগানো যেতে পারে। যানজট নিরসন কমিটি করা হলে তিনি সেই কমিটির দায়িত্বে কাজ করতে চান। অপরিকল্পিত রাস্তাগুলোকে কমপক্ষে ১৬ফিট করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে মতামত দেন।

জনাব তারেকুজ্জামান রাজীব, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩৩ ঃ সাত মসজিদের বিপরীতে ওয়াকফো খালি জায়গা আছে, সেটাকে খেলার মাঠ করা যেতে পারে। মোহাম্মদপুরের খালটিতে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসাররা আবার কাজ শুরু করেছে। ফলে জলাবদ্ধতা হচ্ছে। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি অথবা নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রাশিদা আক্তার ঝর্ণা, সম্মানিত কাউন্সিলর, আসন-৪, (ওয়ার্ড নং ৬, ৭, ৮) ঃ প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় করা দরকার। সবুজ ঢাকা কার্যক্রমে চারা রোপন ও তা পরিচর্যার জন্য বস্তির মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। গরীব জনগনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। কাউন্সিলরদের সঙ্গে আরেকটু সম্মানের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

জনাব মোঃ আবু তাহের খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ ঃ তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১ ঃ তাঁকে সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে, যেটাতে কনিষ্ঠ কাউন্সিলর'কে সভাপতি করা হয়েছে। তিনি কমিটি গঠনে জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

বেগম মেহেরুন্নেছা হক, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৩ (ওয়ার্ড নং-২, ৩ ও ৫) ঃ তাকে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটিতে রাখা হয়েছে। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মোঃ জিন্নাত আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৭ ঃ ড্রেন পরিস্কার করার জন্য স্ল্যাব খোলা উচিত প্রকৌশল বিভাগের। কিন্তু বর্তমানে খুলছে কনজারভেন্সীর কর্মীরা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একেবারে শুরুর অংশ অর্থাৎ বাসা থেকে স্থানীয় যেসব ভ্যান গাড়ীওয়ালা ময়লা সংগ্রহ করে তাদের ডিএনসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে হবে। কারণ শুরুতে ঠিক না থাকলে পরবর্তী চেইনে এর প্রভাব পড়বে এবং এখন তাই হচ্ছে। কিছু বিলবোর্ডে সিটি কর্পোরেশনের জনসচেতনতা মুলক প্রচারণা থাকা উচিত। যাত্রী ছাউনিগুলোতে সিটি কর্পোরেশনের হেল্প লাইন ও পরামর্শ বাক্স রাখা উচিত। খোলা ডাম্পিং স্টেশন থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত। ড্রেন ক্লিনারদের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া উচিত। বন্ধ ড্রেন নিয়মিত বিরতিতে পরিস্কার করার ব্যবস্থা করা দরকার। সিটি কর্পোরেশনের সব ধরণের কন্ট্রোল ও মনিটরিং ব্যবস্থায় কাউন্সিলর পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া উচিত। তাহলে আরো কাছে থেকে মনিটরিং করা সম্ভব হবে। কাউন্সিলরদেরকে নিজ নিজ ওয়ার্ডের ম্যাপ এবং রাস্তার বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা উচিত। ওয়ার্ডে যেকোনো ধরণের নির্মাণ কাজ হলে তার শুরুতে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত সাইনবোর্ড ঝুলানো উচিত।

মাননীয় সভাপতি বলেন কাউন্সিলরদের অফিস ভাড়া ৮,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২,০০০/- টাকা করার জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হবে। কাউন্সিলর অফিসের জন্য উন্নতমানের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সরকারী তহবিল না থাকলেও কাউন্সিলরবৃন্দ মনে করলে কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে কম্পিউটার দেওয়া যেতে পারে। বর্জ্যের জন্য আরো ৩০টি ট্রাক কেনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ৭২টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সম্মানিত কাউন্সিলরদের সঙ্গে বসে তাদের প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করে একটি পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব মেয়র অফিসে পাঠাবেন। প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে জলাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ করেন। এখন থেকে আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সব যোগাযোগ হবে। তাই আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সম্মানিত কাউন্সিলরদের সঙ্গে বসে সব সমস্যার তালিকা ও তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় প্রস্তুত করে রাখবেন। মাসে একদিন মেয়র প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে অফিস করবেন। তখন তিনি সব শুনবেন। সেদিনই তিনি এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিটিং করবেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন এবার সড়ক বা বাড়ীর নিচে পশু কোরবানী দেওয়া যাবে না। তাই প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে নির্দিষ্ট কোরবানীর স্থানের প্রস্তাব দিতে কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান। ৫টি অঞ্চল থেকে হলিডে মার্কেটের প্রস্তাব পেলে ঈদের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শহরের মধ্যে কোরবানীর হাট না করে একটু বাইরের দিকে করা হবে, মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিমতও তাই। বর্ণিতাবস্থায় আগামী দুই দিনের মধ্যে প্রস্তাব পাঠাতে সম্মানিত কাউন্সিলরদের তিনি অনুরোধ করেন।

সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক)	বিগত ১৪/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, সাচিবিক দপ্তর, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(খ-১)	কার্য-পরিধিসহ ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি অনুমোদন করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
(খ-২)	অবশিষ্ট ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হবে।	সচিব, ডিএনসিসি
(খ-৩)	মশক নিবারণ ও জলাবদ্ধতার বিষয়ে অপর দুটি কমিটি গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব, ডিএনসিসি
(গ)	কর পর্যালোচনা পরিষদ (ARB) গঠনের প্রস্তাব পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপিত হবে।	সচিব, ডিএনসিসি
(ঘ-১)	কবর সংরক্ষণ নীতিমালার ৭নং অনুচ্ছেদেও শেষে নিম্নেবর্ণিত লাইন অন্তর্ভূক্ত হবে। **"বিশেষ ক্ষেত্রে জায়গার প্রাপ্যতা বিবেচনায় মেয়র অগ্রিম কবর সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন"**।	সংশ্লিষ্ট কমিটি/প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তিউন্নয়ন কর্মকর্তা
(ঘ-২)	কবরস্থানের তথ্য ডিএনসিসির ওয়েব সাইটে আপ-লোড ও আপডেট করতে হবে।	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তিউন্নয়ন কর্মকর্তা ও সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, আইসিটি সেল
(ঙ-১)	প্রতিটি Word এ ন্যূনতম ২টা সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন স্থাপনের চেষ্টা ও গাড়ীতে VTS লাগানোর কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন)
(ঙ-২)	গুলশান সেন্টার পয়েন্ট এ (ইউনাইটেড টুইন টাওয়ার) মডার্ণ অফিস স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
(ঙ-৩)	উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে ২৫.০০ কোটি টাকার নীচে বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
(চ-১)	কাউন্সিলরদের কার্যালয়ের ভাড়া ৮০০০/-টাকা থেকে ১২০০০/-টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সচিব, ডিএনসিসি

(চ-২)	পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ড্রেন ক্লিনার বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
(চ-৩)	মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ সিটি কর্পোরেশনের খাতে জমা করার বিষয়ে আর্থিক ও আইনগত দিক পরীক্ষা করতে হবে।	আইন কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
(চ-৪)	কাউন্সিলর কার্যালয়ের আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সংগ্রহের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা ও সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, আইসিটি সেল

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-০৪/০৮/২০১৫খ্রিঃ
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ- ১৬/০৮/২০১৫খ্রিঃ

স্মরক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৫-৮৯৮

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) সকল সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-...../সংরক্ষিত আসন নং.....।
২) সকল বিভাগীয় প্রধান.....।
৩) সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল.....।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

(মোঃ আবু ছাইদ শেখ)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন